সামষ্টিক অর্থনীতির মৌলিক ধারণাসমূহ ১

Fundamental Concepts of Macroeconomics

ভূমিকা

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক চাহিদার পরিধি, বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও পরিমাণের অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পরিবর্তন ও প্রসার ঘটছে। দিন দিন মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটছে। মানবসভ্যতার ইতিহাস থেকে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার প্রক্রিয়াগত বিবর্তন সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। আধুনিককালে অর্থনীতির ব্যাপকতাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করার প্রয়োজনে অর্থনীতিকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতি এই দুটি প্রধান শাখায় বিভাজন করা হয়। ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে অর্থনীতির বিভিন্ন ধারণা বা বিষয়কে ক্ষুদ্র, খণ্ডিত এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন: একজন ভোক্তার ভাগ আচরণ, একটি ফার্মের উৎপাদন সিদ্ধান্ত প্রভৃতি। কিন্তু এরূপ একজন ভোক্তা বা একটি ফার্মের আচরণ দ্বারা সমগ্র বা জাতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে মন্তব্য করা সম্ভব নয়। অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র বুঝতে হলে দেশের জনগণের তথা ভোক্তার চাহিদা বা সামগ্রিক চাহিদা, সামগ্রিক যোগান, রাজস্ব নীতি, আর্থিক নীতি, বিনিময় হার নীতি, বিভিন্ন অর্থনৈতিক মডেল, বাণিজ্যচক্র, ভারসাম্য নির্ধারণ প্রভৃতি ধারণাসমূহ বোঝা প্রয়োজন। এসব সামষ্টিক ধারণাসমূহের আলোচনাই হচ্ছে সামষ্টিক অর্থনীতির বিষয়বস্তু। এ ইউনিটে সামষ্টিক অর্থনীতির প্রাথমিক এ ধারণাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১: ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি
পাঠ-১.২: অর্থনৈতিক মডেল
পাঠ-১.৩: বাণিজ্য চক্র
পাঠ-১.৪: সামগ্রিক চাহিদা
পাঠ-১.৫: সামগ্রিক যোগান

পাঠ ১.১ ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি
Microeconomics and Macroeconomics

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ার সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি

Microeconomics and Macroeconomics

বর্তমানকালে অর্থনীতির আওতা অনেক প্রসারিত। অর্থনীতির বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও বাস্তব ধারণাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করার জন্য এর বৃহৎ আওতাকে ১৯৩৩ সালে ওসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **রাগনার ফ্রিশ** (Ragner Frisch) ব্যষ্টিক অর্থনীতি (Micro Economics) ও সামষ্টিক অর্থনীতি (Macro Economics) নামে দুভাগে বিভক্ত করেন। বর্তমানে জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনার ক্ষেত্রে এ শব্দ দুটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গত শতাব্দীতে (১৯৩০–৩৩) মহামন্দার পূর্বে ব্যষ্টিক অর্থনীতি এবং এরপর মহামন্দার কারণ ও তার প্রতিকার নির্ণয়ে লর্ড জে. এম. কেইন্স (Lord. J. M. Keynes) কর্তৃক ১৯৩৬ সালে "The General Theory of Employment, Interest and Money" গ্রন্থ প্রকাশের পর সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

ব্যষ্টিক অর্থনীতি

Microeconomics

ব্যষ্টিক শব্দটি ইংরেজি Micro ও গ্রিক Mikros -এর শাব্দিক অর্থ। এর বাংলা অর্থ অতি ক্ষুদ্র (very small)। **অর্থনীতির প্রতিটি এককের আচরণ ও কার্যকলাপ যখন পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তখন তাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে।** যেমন: ব্যক্তিগত চাহিদা, যোগান, আয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং কোনো একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়, মুনাফা প্রভৃতি ব্যষ্টিক অর্থনীতির উদাহরণ হিসেবে বিবেচ্য।

অর্থনীতিবিদ কে. ই. বোলডিং (K. E. Boulding)-এর মতে, "ব্যষ্টিক অর্থনীতি এক-একটি ফার্ম, প্রত্যেক পরিবার, প্রত্যেকটি দ্রব্যের দাম, মজুরি, আয়, প্রত্যেকটি শিল্প এবং প্রত্যেক দ্রব্য সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করে।"

অধ্যাপক হেন্ডারসন এবং কুয়ান্ট-এর ভাষায়, "ব্যষ্টিক অর্থনীতি হলো ব্যক্তির এবং সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের আলোচনা।"

অধ্যাপক মরিস ডব-এর মতে, "অর্থনীতির আণুবীক্ষণিক (microscopic) অবলোকন ও বিশ্লেষণকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে।"

প্রখ্যাত **অর্থনীতিবিদ ওরলে. এম. এমোস** (Orley M. Amos)-এর মতে, "ব্যষ্টিক অর্থনীতি হলো অর্থনীতির একটি শাখা, যা অর্থনীতির একটি অংশ আলোচনা করে।"

ব্যষ্টিক অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় নিম্নে প্রবাহচিত্রে দেখানো হলো:

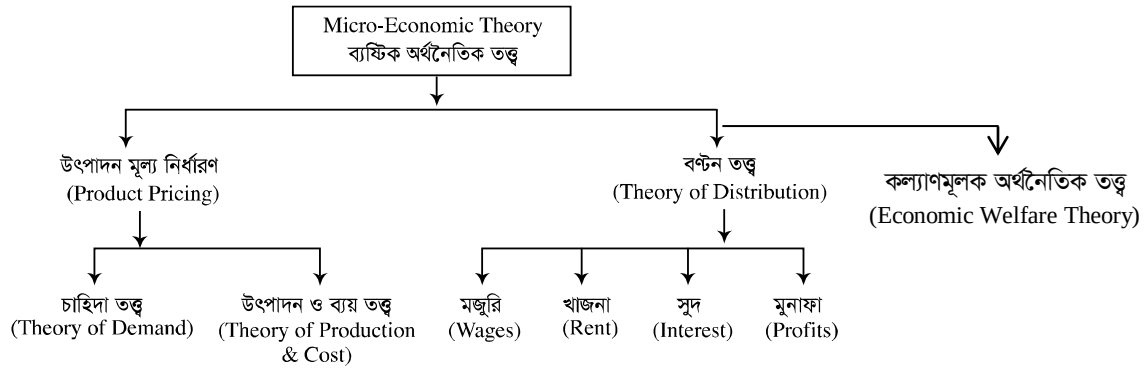

চিত্র ১.১: ব্যষ্টিক অর্থনীতির মূল বিষয়বস্তু

উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহ ও প্রবাহচিত্র থেকে বোঝা যায় যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককের পৃথক পর্যালোচনার সঙ্গে সীমিতভাবে এককগুলোর যৌথ পর্যালোচনাও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে স্থান পায়।

সামষ্টিক অর্থনীতি

Macroeconomics

সামষ্টিক শব্দের ইংরেজি শব্দ Macro এবং গ্রিক শব্দ Makros যার বাংলা অর্থ বড় বা সামগ্রিক (Large বা whole)। **অর্থনীতির আওতাভুক্ত কোনো বিষয়কে যখন সামগ্রিক বা জাতীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়, তখন তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে।** অর্থনীতির যে কোনো বিষয়ের সব এককের আচরণ বা কার্যাবলি সমষ্টিগতভাবে আলোচনা করা হয় এ শাখায়। যেমন: সামগ্রিক চাহিদা, সামগ্রিক যোগান, সামগ্রিক ভোগ, সাধারণ মূল্য স্তর, মজুরি স্তর, জাতীয় আয়, সামগ্রিক বিনিয়োগ ব্যয়, জাতীয় সঞ্চয়, নিয়োগ স্তর প্রভৃতি সামষ্টিক অর্থনীতির উদাহরণ হিসেবে স্বীকৃত।

অধ্যাপক কে. ই. বোলডিং-এর মতে, "সামষ্টিক অর্থনীতি কোনো ব্যক্তির আয়ের পরিবর্তে জাতীয় আয়, কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তে সাধারণ মূল্য স্তর, দ্রব্যের ব্যক্তিগত উৎপাদনের পরিবর্তে জাতীয় উৎপাদন আলোচনা করে।"

অর্থনীতিবিদ জি. অ্যাকলের মতে, "সামষ্টিক অর্থনীতি বৃহদায়তন পরিবেশে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করে।"

অধ্যাপক হেন্ডারসন (Henderson) এবং কুয়ান্ট (Quandt)-এর মতে, "সামষ্টিক অর্থনীতি আলোচনা করে সামগ্রিক বিষয়াদি যেমন মোট কর্মসংস্থান, জাতীয় আয় প্রভৃতি।"

ওরলে. এম. এমোস (Orley M. Amos JR)-এর ভাষায়, "Macro Economics is the branch of Economics that studies the entire economy." অর্থাৎ সামষ্টিক অর্থনীতি হচ্ছে অর্থনীতির শাখা, যা সমগ্র অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করে।

অধ্যাপক স্যামুয়েলসন ও নরড্যুস-এর মতে, বাহ্যিক চলককে অনিয়ন্ত্রিত ধরে নিয়ে অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে সামগ্রিক লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রচেষ্টা যে বিষয়ের মাঝে নিহিত তা-ই হলো সামষ্টিক অর্থনীতি।

সামষ্টিক অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় নিম্নের প্রবাহচিত্রে দেখানো হলো:

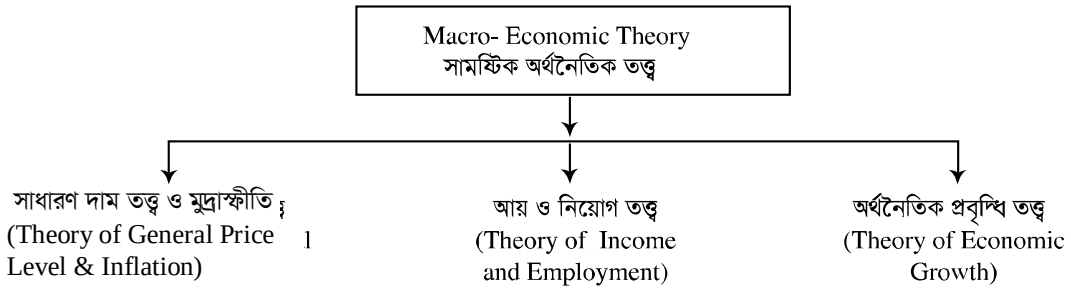

চিত্র ১.২: সামষ্টিক অর্থনীতির মূল বিষয়বস্তু

অতএব আলোচনা থেকে ধারণা লাভ করা যায় যে, সামষ্টিক অর্থনীতি পূর্ণ নিয়োগ, বেকার সমস্যা, সামগ্রিক ভোগ ও বিনিয়োগসংক্রান্ত তত্ত্ব/সমস্যা, অর্থের চাহিদা ও যোগান, সামষ্টিক বণ্টন ধারণা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রাসংকোচন, মুক্তবাজার অর্থনীতি, বাণিজ্যচক্রের উত্থান-পতনসহ অর্থনৈতিক জীবনের সামগ্রিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে।

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য

Difference between Micro and Macro Economics

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত। উভয়েই সমমর্যাদাসম্পন্ন হলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

বিষয়	ব্যষ্টিক অর্থনীতি	সামষ্টিক অর্থনীতি
১। সংজ্ঞা	অর্থনীতির যে শাখায় অর্থব্যবস্থার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক যেমন: একজন ভোগকারী, একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান, একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদির আচরণ বিশ্লেষণ করা হয় তাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে।	অর্থনীতির যে শাখায় অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক দিক তথা মোট ভোগ ব্যয়, মোট বিনিয়োগ ব্যয়, জাতীয় আয় ইত্যাদি আলোচনা করা হয়, তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে।
২। অর্থ	ব্যষ্টিক বা Micro শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র।	সামষ্টিক বা Macro শব্দের অর্থ হলো বৃহৎ।
৩। উদ্ভব	Micro শব্দটি গ্রিক শব্দ Mikros হতে উদ্ভূত।	Macro শব্দটি প্রাচীন গ্রিক শব্দ Makros হতে উদ্ভূত।
৪। আলোচনা	এখানে অর্থনীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।	এখানে অর্থনীতির সামগ্রিক দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়।
৫। বিশ্লেষণ	এতে একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন: ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ ইত্যাদি।	এতে অর্থনীতির বিষয়সমূহ সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন: জাতীয় সঞ্চয়, জাতীয় ভোগ ব্যয় ইত্যাদি।
৬। পরিধি	ব্যষ্টিক অর্থনীতির আওতা এবং পরিধি ক্ষুদ্র।	সামষ্টিক অর্থনীতির আওতা এবং পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত।
৭। মূল ও মূল্যায়ন	এর মাধ্যমে কোনো সমস্যার মূলে প্রবেশ করা যায়।	এর মাধ্যমে সমস্যার সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়।
৮। পূর্ণ নিয়োগ	ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিরাজমান বলে ধরে নেয়া হয়।	অপরদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতিতে দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিদ্যমান ধরে নেয়া যায় না।
৯। ভারসাম্য বিশ্লেষণ	অর্থনীতির আংশিক ও সাধারণ ভারসাম্য বিশ্লেষণে এটি জড়িত।	সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণের সাথে এটি জড়িত।
১০। প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা	কোনো দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যষ্টিক অর্থনীতির আলোকে নির্ণয় করা যায় না।	পক্ষান্তরে, কোনো দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা সামষ্টিক অর্থনীতির আলোকে নির্ণয় করা যায়।
১১। গুরুত্ব	অর্থনীতির যেকোনো একক খাত বা বিষয়কে উত্তমরূপে বিশ্লেষণের জন্য ব্যষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্ব রয়েছে।	কোনো দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্ব রয়েছে।
১২। সমর্থক	ক্ল্যাসিক্যাল ও নিওক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ এর সমর্থক।	নিওক্ল্যাসিক্যাল ও আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ সামষ্টিক অর্থনীতির সমর্থক।

বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করে ওপরের আলোচনার মাধ্যমে ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত হলেও এদের মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পরের প্রতিযোগী নয় বরং পরিপূরক।

তাই **অধ্যাপক পি. এ. স্যামুয়েলসন** (P. A. Samuelson) মন্তব্য করেন, "There is really no opposition between Micro and Macro Economics. Both are absolutely vital." অর্থাৎ ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে সত্যিকার কোনো বিরোধ নেই। উভয়ই অতীব প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে **অর্থনীতিবিদ G. Ackley** (জি. অ্যাকলে'র) মতে, "ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করা যায় না। অর্থনীতির সাধারণ আলোচনায় এ দু'ধরনের বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।"

সুতরাং বলা যায়, অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সঠিক বিশ্লেষণ ও সমাধানের জন্য ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি একে অপরকে সাহায্য করে।

সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ার

Instruments of Macroeconomics

সামষ্টিক অর্থনীতির সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলে এর বিষয়বস্তু এবং পরিধি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সামষ্টিক অর্থনীতি যেসব মূল স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে প্রসারিত হয়েছে যেমন : অর্থনৈতিক সমস্যা এবং তার সমাধান বিশ্লেষণে সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব মৌলিক ধারণা যেমন GNP ও GDP, অর্জনযোগ্য GNP (Potential GNP), প্রকৃত GNP (Actual GNP), GNP ব্যবধান, ওকন বিধি, সহনীয় বেকারত্ব, বাজেট ঘাটতি, NAIRU, বাণিজ্য ঘাটতি, বাণিজ্যচক্র, সামগ্রিক চাহিদা, সামগ্রিক যোগান, রাজস্বনীতি, আর্থিকনীতি এবং বিনিময় হারনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এসব ধারণাকে সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ার (Instruments) বলা হয়।

নিম্নে সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ারসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

জিএনপি (GNP) ও জিডিপি (GDP): সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (এক অর্থ বছর) দেশের নাগরিকগণ দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাহিরে যত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে, তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে GNP বলে। অর্থাৎ GNP = একটি অর্থ বছরে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার দাম + বিদেশে কর্মরত দেশীয়দের আয় - দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয়।

অন্যদিকে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (এক অর্থ বছর) দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার বাজার দাম এবং উক্ত দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের উপার্জিত আয় এর সমষ্টি থেকে দেশীয় নাগরিক কর্তৃক বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বলা হয়। অর্থাৎ, GDP = কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার বাজার দাম + উক্ত দেশে বিদেশিদের অর্জিত আয় - দেশীয় নাগরিক কর্তৃক বিদেশ হতে অর্জিত অর্থ।

GNP ও GDP সম্পর্কে ধারণা না থাকলে কোনো শিক্ষার্থী সামষ্টিক অর্থনীতি অধ্যায়ন করে তেমন কিছুই অর্জন করতে পারে না। তাই এ ধারণা সামষ্টিক অর্থনীতির কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

অর্জনযোগ্য GNP (Potential GNP): কোনো দেশে নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে বিদ্যমান সকল উপকরণকে সর্বোচ্চ দক্ষতার সহিত কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ের পণ্য ও সেবা উৎপাদন করা সম্ভব, তার আর্থিক মূল্যকে অর্জনযোগ্য জিএনপি বলে। যেমন, X দেশ তার নিকট বিদ্যমান সম্পূর্ণ সম্পদ বা উপকরণকে সর্বোচ্চ দক্ষতার সহিত ব্যবহার করে একটি আর্থিক বছরে ১ লক্ষ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন করতে পারে। এক্ষেত্রে অর্জনযোগ্য GNP হলো ১ লক্ষ কোটি টাকা। অথবা বাংলাদেশের বর্তমান ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়বৃন্দ যদি অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলের বিপক্ষে খেলে জয়লাভ করার সম্ভাবনা থাকে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ দলের অর্জনযোগ্যতার (Potentiality) সামর্থ্য রয়েছে বলা যায়।

প্রকৃত GNP (Actual GNP): একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান উৎপাদনের সকল উপকরণকে কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ পণ্য ও সেবা প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে, তার আর্থিক মূল্যকে প্রকৃত GNP বলে। যেমন X দেশ তার নিকট বিদ্যমান সম্পূর্ণ সম্পদ বা উপকরণকে ব্যবহার করে পণ্য ও সেবা উৎপাদন করেছে ৭৫ হাজার কোটি টাকা। এক্ষেত্রে ৭৫ হাজার কোটি টাকাই হলো X দেশের প্রকৃত বা বাস্তব GNP।

GNP ব্যবধান: কোনো দেশে অর্জনযোগ্য GNP এবং প্রকৃত GNP এর মধ্যে যদি অসমতা বা ব্যবধান বিদ্যমান থাকে, তাকেই GNP ব্যবধান বলে। এক্ষেত্রে অর্জনযোগ্য GNP এবং প্রকৃত GNP পরস্পর সমান হলে GNP ব্যবধান শূন্য হয়। অর্জনযোগ্য GNP অপেক্ষা প্রকৃত GNP কম হলেই শুধু অর্থনীতির জন্য এটি দুঃচিন্তার বিষয়, সরকারের নীতি নির্ধারকদের নিকট এটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এটি অর্থনীতির অবকাঠামোগত দূর্বলতা বা প্রতিকূল পরিবেশকে নির্দেশ করে। আবার দেশে উন্নত বিনিয়োগের পরিবেশ, উদ্যোক্তারা অত্যন্ত আশাবাদী, মুনাফার প্রত্যাশা অধিক থাকলে অর্জনযোগ্য GNP অপেক্ষা প্রকৃত GNP অধিক হয়। এক্ষেত্রেও GNP ব্যবধান দেখা দেয়। তবে এটি অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ওকন বিধি (Okon's Law): যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও এক সময়ের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা আর্থার ওকন মনে করেন, 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে GNP প্রবৃদ্ধির[*] হার বাড়লে বেকারত্বের হার কমে। প্রবৃদ্ধির হার কমলে বেকারত্বের হার বাড়ে। আর্থার ওকন নিজে এবং পরবর্তীতে Prof. Paul Samuelson সহ অনেকেই গাণিতিক সমীকরণ ব্যবহার করে এ সম্পর্কের প্রমাণ দেখানোর চেষ্টা করেন।

সহনীয় বেকারত্ব: GNP ব্যবধান শূন্য হলে বা যে ধরনের বেকারত্ব অর্থনীতি ধারণ করতে পারে বা সহ্য করতে পারে, অর্থনীতিতে মন্দাবস্থা আসে না, সেই বেকারত্বের হারকে 'সহনীয় বেকারত্ব' বলে অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সহনীয় বেকারত্বের হার বিভিন্ন হতে পারে।

বাজেট ঘাটতি (Budget Deficit): যে কোনো দেশে একটি অর্থবছরের সরকারের সকল প্রকার আয় ও ব্যয়ের হিসাবকে বাজেট বলে। এক্ষেত্রে সরকারের আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ অধিক হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে জনকল্যাণমুখী সরকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনে ঘাটতি বাজেট নীতি অনুসরণ করে।

NAIRU: Non-Accelerating Inflationary Rate of Unemployment এর শাব্দিক অর্থ হলো, যে বেকারত্বের হারে মূল্যস্ফীতি[*1] সহনীয় মাত্রায় বিরাজ করে তাকে NAIRU বলে। মূলত GNP ব্যবধান শূন্য হলে অর্থনীতিতে এরূপ পরিবেশ বিরাজ করে। তবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে ৫% হতে ১০% পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতিকে NAIRU হিসেবে ধরে নেয়া হয়।

বাণিজ্য ঘাটতি (Trade Deficit): বাণিজ্য ঘাটতি ধারণাটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত। কোনো দেশ বিদেশে পণ্য বিক্রি করাকে রপ্তানি (X) এবং বিদেশ হতে দেশে পণ্য ক্রয় করাকে আমদানি (M) বলে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি আর্থিক বছরে কোনো দেশের রপ্তানি আয়ের চেয়ে আমদানি ব্যয় অধিক হলে তাকে বাণিজ্য ঘাটতি বা প্রতিকূল বাণিজ্য বলে।

বাণিজ্য চক্র (Trade Cycle): সময়ের পরিবর্তনে একটি দেশে আয়, উৎপাদন, বিনিয়োগ ও দামস্তরের ওঠানামার গতিধারাকে বাণিজ্য চক্র বলা হয়। অথবা বাণিজ্য চক্র বলতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উত্থান-পতনকে নির্দেশ করে, এটি প্রত্যেকটি দেশে বা অর্থনীতিতে নিয়মিত ঘটতে থাকে। অর্থনীতিতে কখনও সমৃদ্ধি বা কখনও মন্দা আসে। সমৃদ্ধির সময় বেকারত্ব হ্রাস পায় এবং মন্দার সময় বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। তবে দীর্ঘকাল যাবৎ কোনো অর্থনীতি যেকোনো একটি অবস্থায় থাকে না। মন্দার পর সমৃদ্ধির পথে যাত্রা হবেই, একইভাবে কিছুকাল সমৃদ্ধির পর একসময় মন্দা আসবেই। এটিই বাণিজ্য চক্র।

---

[*] **প্রবৃদ্ধি:** প্রবৃদ্ধি অর্থনীতির সামগ্রীকভাবে বা যে কোনো একক খাত বা উপখাতে বার্ষিক উৎপাদনের পরিবর্তনের হার নির্দেশ করে।

[*1] **মূল্যস্ফীতি:** কিছু সময় ব্যাপী অল্প পরিমাণ দ্রব্যের পিছনে অধিক অর্থ ব্যয়িত হওয়াকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

সামগ্রিক চাহিদা (Aggregate Demand): কোনো দেশের জনগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে আগ্রহী, তার সমষ্টিকে সামগ্রিক চাহিদা বলে। অথবা, একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা অর্থবছরে দেশের সকল জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য যে ব্যয় নির্বাহ করে, তার সমষ্টিই হলো সামগ্রিক চাহিদা। সামগ্রিক চাহিদার উপাদান হলো : বেসরকারি ভোগ ব্যয় (C), বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয় (I), সরকারি ব্যয় (G) এবং নিট রপ্তানি (X–M); এখানে X হলো রপ্তানির পরিমাণ এবং M হলো আমদানির পরিমাণ। দামস্তরের সাথে সম্পর্কিত সামগ্রিক চাহিদা রেখা বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

সামগ্রিক যোগান (Aggregate Supply): একটি দেশে নির্দিষ্ট সময়ে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সব উৎপাদন প্রতিষ্ঠান মিলে যে দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে। তার সমষ্টিকে সামগ্রিক যোগান বলে। দামস্তরের সাথে সামগ্রিক যোগানের ধনাত্মক সম্পর্ক বিরাজ করে। দামস্তর বাড়লে সামগ্রিক যোগান বাড়ে, দামস্তর কমলে সামগ্রিক যোগান কমে। তাই সামগ্রিক যোগান রেখা ডান দিকে উর্ধ্বগামী হয়।

রাজস্বনীতি: একটি দেশের জাতীয় আয়-ব্যয় এবং ঋণ কার্যক্রম যে নিয়ম বা নীতিতে পরিচালিত হয়, তা সে দেশের রাজস্বনীতি। অর্থনীতিতে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন, আয়, সাধারণ দাম স্তর, সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান ইত্যাদি সামষ্টিক চলকসমূহকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার জন্য সরকার আয়, ব্যয় ও ঋণ নীতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে থাকে। সরকার কর্তৃক গৃহীত ও পরিচালিত এরূপ নীতিমালার সমষ্টিকেই রাজস্বনীতি বলে।

আর্থিকনীতি: কোনো দেশের অর্থের যোগান বা অর্থবাজার ও মূলধন বাজারকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার ও অর্থ কর্তৃপক্ষ (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) যেসব নীতিমালা গ্রহণ করে, তাকে আর্থিক নীতি বলে। আর্থিক নীতি অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের সাথে মজুরি এবং বাণিজ্য হারসংক্রান্ত নীতির অন্তর্ভুক্তিকেও নির্দেশ করে।

বিনিময়হার নীতি: বিনিময় হার হলো কোনো নির্দিষ্ট দেশের প্রতি একক মুদ্রার ক্ষেত্রে অপর কোনো দেশের মুদ্রার মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা। প্রসারিত অর্থে বিনিময় হার নীতির মধ্যেই আর্থিক ও আর্থিক নীতি অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা নীতিকে প্রভাবিত করে। তবে সংকীর্ণ অর্থে এ নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে নিজেই বিনিময় হারকে নিপুণভাবে পরিচালিত করে।

শিক্ষার্থীর কাজ:

নিজস্ব উদাহরণের সাহায্যে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির আটটি পার্থক্য বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- **ব্যষ্টিক অর্থনীতি:** ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলতে সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা কোনো একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আলোচনাকে নির্দেশ করে।
- **সামষ্টিক অর্থনীতি:** অর্থনীতির আওতাভুক্ত কোনো বিষয়কে যখন সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তখন তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে।

পাঠ ১.২ অর্থনৈতিক মডেল
Economic Models

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- অর্থনৈতিক মডেল-এর ধারণা লাভ করবেন,
- দ্বি-খাতবিশিষ্ট অর্থনৈতিক মডেল সম্পর্কে ধারণা পাবেন,
- অর্থনৈতিক মডেল-এর উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূলপাঠ

অর্থনৈতিক মডেল
Economic Models

অর্থনীতিতে বা অর্থনীতির সুনির্দিষ্ট কোনো মডেলে অনেকগুলো চলক রয়েছে। অর্থনীতিবিদগণ উক্ত চলকের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে একটি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এছাড়াও উক্ত চলকগুলোর অতীত ও বর্তমান আচরণ পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণ করে এদের ভবিষ্যৎ আচরণ সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান করেন। অন্যভাবে বলা যায়, অর্থনৈতিক মডেল হলো বাস্তবতার একটি সরলীকৃত সংস্করণ, যা আমাদের অর্থনৈতিক আচরণ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে সহায়তা করে। একটি মডেলের উদ্দেশ্য হলো একটি জটিল বাস্তব জগতের পরিস্থিতিকে গ্রহণ করা এবং এটিকে অপরিহার্যতার দিকে ঠেলে দেওয়া।

দ্বি-খাতবিশিষ্ট অর্থনৈতিক মডেল
Two-Sectors Economic Model

জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ
Circular Flow of National Income

উৎপাদন বা ব্যবসায় ক্ষেত্রের সাথে নাগরিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রের বিনিময় প্রবাহকে জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ বলে।

জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ মডেল বিভিন্ন খাতে বা অর্থনীতিতে লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

ক. দ্বি-খাতবিশিষ্ট মডেল বা অর্থনীতি যেখানে পরিবার (household) এবং উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম (business sectors বা firm) বিদ্যমান।

খ. ত্রি-খাতবিশিষ্ট মডেল বা অর্থনীতি যেখানে 'ক' খাতের বিষয়গুলোর সাথে সংযুক্ত রয়েছে সরকারি খাত (Government Sectors)।

গ. চার-খাতবিশিষ্ট মডেল যেখানে 'খ' খাতের বিষয়গুলোর সাথে সংযুক্ত রয়েছে 'বৈদেশিক খাত' (Foreign Sectors)।

জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ধারণাটি সর্বপ্রথম **প্রফেসর পি. এ. স্যামুয়েলসন** (Prof. P. A. Samuelson) প্রদান করেন। তাঁর মতে, " জাতীয় আয় হলো একটি প্রবাহ ধারণা (National Income is a flow concept), যার মধ্যে সন্নিবিষ্ট রয়েছে উৎপন্ন সামগ্রীর প্রবাহ ও উৎপাদন কাজে নিযুক্ত উপকরণগুলোর আয়ের প্রবাহ।" এ ধারণা সম্পর্কে **আর. জি. লিপসি** (R. G. Lipsey) বলেন, "আয়ের চক্রাকার প্রবাহ দেশের পরিবারবর্গ হতে দেশের ফার্ম বা উৎপন্ন খাতসমূহের কাছে অর্থপ্রবাহ এবং এর বিপরীত প্রবাহপ্রক্রিয়া হলো জাতীয় আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ।"

উপরের সংজ্ঞাদ্বয় পর্যালোচনা করলে বলা যায়, জাতীয় আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহে দ্বিমুখী প্রবাহ রয়েছে। যথা :

(ক) দ্রব্য ও সেবাপ্রবাহ (Goods and services flow),

(খ) আর্থিক আয়প্রবাহ (Income or earning flow)।

এ দুটি খাতের মধ্যে কীভাবে আয়-ব্যয়ের প্রবাহ হয়, তা ব্যাখ্যার জন্য কতিপয় অনুমিত শর্ত গ্রহণ করা হয় ।

অনুমিত শর্ত

১. বদ্ধ অর্থনীতি বিবেচ্য, অর্থাৎ সরকারি খাত ও বহির্বাণিজ্য খাত নেই।
২. জনগণ ও ফার্ম এ দুটি খাত বিবেচ্য।
৩. জনগণ বলতে কেবল ভোক্তাকে বোঝায়।
৪. আয়ের সম্পূর্ণ অংশ ভোগের ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়।

বিশ্লেষণ

(ক) দ্রব্য ও সেবা প্রবাহ: উৎপাদন প্রতিষ্ঠান পরিবার থেকে উপকরণ (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) নিয়োগের ফলে, উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা তথা উৎপন্ন প্রবাহ পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদন খাত থেকে পরিবার খাতের দিকে প্রবাহিত হয়। ক্রয়কৃত এ দ্রব্য ও সেবা ভোগের ওপর উৎপাদন নির্ভরশীল।

(খ) আয় প্রবাহ: পরিবার খাত উপকরণ-সেবা বিক্রির মাধ্যমে আয় (খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা) অর্জন করে। উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম উৎপাদন চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ-সেবা পরিবারের নিকট থেকে ক্রয় করে। তাই ফার্মের ব্যয় পরিবারের আয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

চিত্রে জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ :

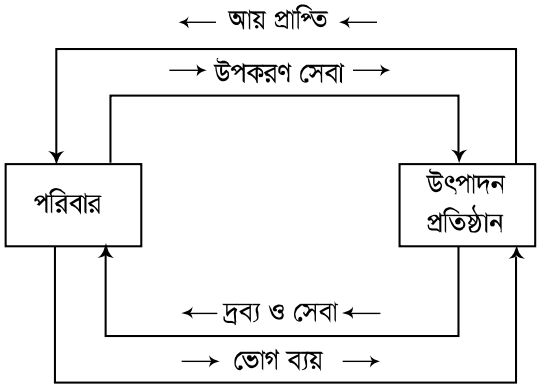

চিত্র ১.৩ : জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, The two-sector model which consists of only household and firm sectors represents a private closed economy in which there is no government and no foreign trade. এক্ষেত্রে বলা যায়, একটি বদ্ধ অর্থনীতিতে শিল্পখাত থেকে জনগণের নিকট আয়ের প্রবাহ, জনগণের কাছ থেকে শিল্পের কাছে ব্যয়ের প্রবাহ পরিবর্তিত হয়। আবার জনগণের কাছে শিল্পখাত হতে দ্রব্য ও সেবা আসে। অনুরূপভাবে শিল্পখাত জনগণ থেকে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ পেয়ে থাকে। এভাবেই জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ (circular flow) আবর্তিত হয়ে থাকে।

অর্থনৈতিক মডেলের উদ্দেশ্য

Purpose of Economic Model

অর্থনৈতিক মডেলের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

ক. অর্থনৈতিক মডেলে ব্যবহৃত চলকগুলোর অর্থনৈতিক আচরণ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহায্য করে।

খ. অর্থনৈতিক মডেলের উদ্দেশ্য হলো একটি জটিল ও বাস্তব পরিস্থিতি গ্রহণ করা এবং এটিকে অপরিহার্যতার দিকে ঠেলে দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পূর্ণ প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে লেনদেন করা পণ্যের দাম ও পরিমাণের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করা।

গ. মডেলে ব্যবহৃত সমীকরণের বিভিন্ন চলকের (যেমন: আয়, উৎপাদন, বিনিয়োগ...) ফাংশনের সরবরাহ ও চাহিদার স্তর নির্ধারণ করা।

ঘ. অর্থনৈতিক মডেলের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক ধারণাগুলো যথেষ্ট স্পষ্ট করা, যাতে ব্যক্তি, সংস্থা বা সরকার তাদের সিদ্ধান্ত নিতে ধারণাসমূহের জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে। অর্থনীতিবিদেরা প্রশ্নের উত্তর দিতে অর্থনৈতিক মডেল ব্যবহার করেন।

ঙ. অর্থনৈতিক মডেল অর্থনৈতিক চিন্তাধারা পরীক্ষা করে যে কীভাবে মানুষ অভাবের শর্তে উৎপাদন, ব্যয় এবং বিতরণ বা বণ্টনের ব্যবহার পছন্দ করে।

চ. অর্থনৈতিক মডেল বাজারের ফলাফলে সরকারি নীতি (যেমন করের) প্রভাবগুলো পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করে।

অর্থনৈতিক মডেল-এর বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Economic Model

একটি ভালো অর্থনৈতিক মডেলে নিম্নের সাতটি স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে।

১. **মিতব্যয়িতা (Parsimony):** একটি অর্থনৈতিক মডেল তখনই উৎকৃষ্ট হিসেবে বিবেচিত হবে যদি এটি বাস্তবায়নে ব্যয় যথাসম্ভব বিচক্ষণতার সাথে সর্বনিম্ন রাখা যায়।

২. **সহজ পরিচালনযোগ্য (Tractability):** অর্থনৈতিক মডেলটি স্থবির, কঠিন বা ব্যয়বহুল যাতে না হয় এবং এটি যাতে সহজে পরিচালনা করা যায়, এরূপ হওয়া আবশ্যক।

৩. **ধারণাগত অন্তর্দৃষ্টি (Conceptual insightfulness):** অর্থনৈতিক মডেলটির অভ্যন্তরীণ বক্তব্যটি অত্যন্ত গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত, স্বচ্ছ ও সুদূরপ্রসারী হতে হবে।

৪. **সাধারণীকরণ (Generalizability):** একটি উৎকৃষ্ট অর্থনৈতিক মডেল-এর অন্তর্নিহিত বক্তব্যটি সাধারণীকরণ হওয়া বা থাকা আবশ্যক। সমাজের প্রায় সকল ব্যক্তির জন্য এ মডেলটি প্রযোজ্য বলা যায়।

৫. **মিথ্যা প্রকাশ বা বিকৃতকরণ (Falsifiability):** অর্থনৈতিক মডেলটি সত্য, যুক্তিনির্ভর এবং বাস্তবতাপূর্ণ হওয়া উচিত। এ মডেল কোনো মিথ্যা উপাত্ত, তথ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি।

৬. **অভিজ্ঞতাজনিত ধারাবাহিকতা (Empirical consistency):** অর্থনৈতিক মডেলটি ধারাবাহিক অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এর বক্তব্য, উপাত্ত, তথ্যের দৃঢ়তা রয়েছে।

৭. **ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ নির্ভুলতা (Predictive precision):** অর্থনৈতিক মডেলটি যে ভবিষ্যৎ বক্তব্য প্রকাশ করবে, তা নির্ভুল হিসেবেই বিবেচিত হবে।

সারসংক্ষেপ

অর্থনৈতিক মডেল: একটি বাস্তব জগতের জটিল পরীক্ষা পরিস্থিতির অর্থনৈতিক আচরণ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে বাস্তবতার যে সরলীকৃত সংস্করণ ব্যবহার করা হয়, তাকেই অর্থনৈতিক মডেল বলা যায়।

বৈশিষ্ট্য: অর্থনৈতিক মডেল-এর সাতটি বৈশিষ্ট্য হলো:

১. বাস্তবায়ন ব্যয় সর্বনিম্নকরণ হতে হবে;
২. সহজ পরিচালনযোগ্য হবে;
৩. ধারণাগত অন্তর্দৃষ্টি বিদ্যমান;
৪. অন্তর্নিহিত বক্তব্যের সাধারণীকরণ হওয়া আবশ্যক;
৫. মডেলটি সত্য, যুক্তিনির্ভর এবং বাস্তবতাপূর্ণ হওয়া উচিত;
৬. অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত;
৭. ভবিষ্যদ্বাণীর নির্ভুলতা বিদ্যমান।

পাঠ ১.৩ বাণিজ্যচক্র
Business Cycle

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- বাণিজ্যচক্রের ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- বাণিজ্যচক্র ধারণার সমালোচনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাণিজ্য চক্র
Business Cycle

বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে অনেক অর্থনীতিবিদ মতামত ব্যক্ত করলেও অধ্যাপক P. A. Samuelson, J. R. Hicks, J. A. Schumpeter এবং J. M. Keynes -এর বক্তব্যসমূহ যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে। এছাড়া R. G. Hawtrey এবং F. A. Hayek বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

Hayek পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা ধরে নিয়ে সুদের হার, ব্যাংক ঋণ, বিনিয়োগের পরিমাণ এবং স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের মাধ্যমে বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতন ব্যাখ্যা করলেও চলকসমূহের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। একইভাবে হট্রের বাণিজ্যচক্র ব্যাখ্যায় ব্যাংক ঋণ ও কার্যকর চাহিদার পরিবর্তন; কেইন্সের মতে বিনিয়োগের অস্থিতিশীলতার কারণে দেশে আয়, নিয়োগ ও উৎপাদন পরিবর্তিত হয়; স্যুম্পিটার 'নতুন প্রবর্তন' (innovation) এবং 'উদ্যোক্তার ভূমিকা'কে বাণিজ্যচক্রের মূল কারণ হিসেবে বিবেচনা করেন এবং স্যামুয়েলসন তাঁর মডেলে সময়ের পরিধির কথা বলেন নি, বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতনের সীমা নির্ধারণ করেননি। কিন্তু হিকস্ সময় পরিধির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ঊর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা বেঁধে দিয়ে বাণিজ্যচক্রের গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ করেন।

বাণিজ্যচক্র বা চক্রগুলো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত পরিসরে সৃষ্টি হয়। এটি উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান এবং বিক্রয়ের মধ্যে সমন্বিত চক্রীয় উত্থান এবং নিম্নগতির সমন্বয়ে গঠিত। এরূপ বাণিজ্যচক্র জাতির সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই ঘটে, পরিবর্তনের এ ক্রমটি পুনরাবৃত্ত (This sequence of changes is recurrent); কিন্তু পর্যায়ক্রমিক নয় (but not periodic)।

একটি দেশের উৎপাদন আয় সবসময় ভারসাম্যের পথ ধরে অগ্রসর হয় না। কখনও ভারসাম্যের পথ ছাড়িয়ে তা উপরে ওঠে আবার কখনও তা নিচে নামে। এভাবেই বাণিজ্যচক্র দেখা দেয়। বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্ব ও নিম্নসীমার মধ্যে আয় ও উৎপাদনের আবর্তন বা ওঠা-নামা চলে যা সর্বদা একইরূপ বা একই হারে হয় না।

অর্থনীতিতে আয় যখন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে, ভোগ ও বিনিয়োগও তখন বাড়ে, ফলে পরবর্তীতে আয় আরও বাড়ে। আবার আয় যদি ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে, তখন বিনিয়োগ কমতে শুরু করে। বিনিয়োগের হ্রাস যদি ভোগ বৃদ্ধিকেই ছাড়িয়ে যায়, তখন আয় কমতে শুরু করে।

রেখাচিত্রে বাণিজ্যচক্র

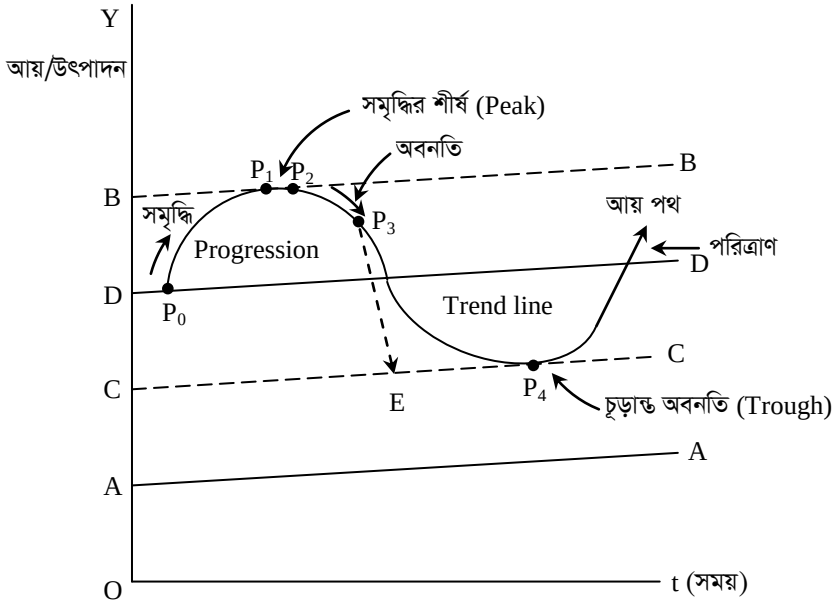

চিত্র ১.৫: বাণিজ্যচক্রের উত্থান-পতন

চিত্র ১.৫ এ AA স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা, যা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নির্দিষ্ট হারে বাড়ে; তাই AA রেখাটি কিছুটা ঊর্ধ্বগামী।

DD রেখা উৎপাদন বা আয়ের ভারসাম্যের পথ নির্দেশ করে। প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা এবং প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা যদি সবসময় স্থির থাকে তবে স্বয়ম্ভূত ও প্ররোচিত বিনিয়োগ এবং ভোগ ব্যয়ের পরিবর্তনের যৌথপ্রক্রিয়ার দ্বারা AA রেখার সমান্তরাল হয়ে DD আয় বা উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির পথ নির্দেশ করে।

CC এবং BB রেখা উৎপাদনের ভারসাম্যের যথাক্রমে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ সীমারেখা হিসেবে বিবেচিত। সম্পদের সীমাবদ্ধতার দ্বারা উক্ত সর্বোচ্চ সীমা (upper limit বা ceiling) নির্দেশ করা হয়। পক্ষান্তরে আয় পথের সর্বনিম্ন সীমা হলো শূন্য (0) আয় স্তর, যা চরম সীমা (absolute floor), যার নিচে আয় বা উৎপাদন নামে না। কারণ ভোগ চাহিদা কখনও শূন্য হয় না, নতুন বিনিয়োগ না হলেও প্রতিস্থাপন বিনিয়োগ (replacement investment) কিছু থাকেই। এ অবস্থায় ধনাত্মক ন্যূনতম ভোগ ও বিনিয়োগ চাহিদার দ্বারা সর্বনিম্ন-সীমা নির্ধারিত হয়।

বাণিজ্যচক্রের পর্যায় বিশ্লেষণ

সমৃদ্ধির শীর্ষ: অধ্যাপক জে আর হিকস্ বিশ্বাস করেন, বাণিজ্যচক্র কখনও ঊর্ধ্বসীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে না, আবার ভারসাম্যের পথেও স্থির থাকবে না। তবুও আলোচনার শুরুতে DD রেখাতে প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু P_0 ধরে নিই। এখন যদি বহিঃত (exogenous) কারণে (নতুন আবিষ্কার) স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ AA পথে বাড়ে। তখন স্বয়ম্ভূত ও প্ররোচিত বিনিয়োগ ও ভোগের প্রভাবে আয় P_0 থেকে P_1 এ উন্নীত হয়ে কিছুকাল পর পূর্ণ নিয়োগ দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সময় ব্যবধানে প্ররোচিত বিনিয়োগের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কিছুটা সময় (P_1P_2) লাগে।

বাণিজ্যচক্রের অধোগতি: শীর্ষাবস্থায় পৌঁছানোর কিছুকাল পর ভোগ ব্যয় পর্যাপ্ত হয় না, প্ররোচিত বিনিয়োগ হ্রাস পায়, প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা একের চেয়ে কম হওয়ায় এবং প্রতিস্থাপন ব্যয়ের কারণে প্ররোচিত বিনিয়োগ এবং ভোগ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে উৎপাদন কমতে শুরু করে DD -এর দিকে অগ্রসর হয়।

মন্দা: প্ররোচিত বিনিয়োগ এবং ভোগ ব্যয় হ্রাসের ফলে উৎপাদন বা আয় কমে DD তে এসেই শেষ হয় না; বরং $P_2P_3P_4$ এর দিকেই অগ্রসর হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো আয় P_2P_3E পথের ন্যায় দ্রুতভাবে হ্রাস পায় না। হিকস্ মত প্রকাশ

করেন যে, প্ররোচিত বিনিয়োগ ও ভোগ ব্যয়ের কারণে নিম্নগতি ও ঊর্ধ্বগতি একইরূপ হয় না। যখন ঊর্ধ্বগতি, তখন উৎপাদন দ্রুত বাড়ে, আবার যখন নিম্নগতি, তখন অবিনিয়োগ (disinvestment) সীমিত হয়ে পড়ে। ফলে উৎপাদন ধীরগতিতে নামলেও নিম্নসীমার (CC) নিচে নামতে পারে না। কারণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ধনাত্মক এবং প্রান্তিক ভোগ প্রবণতাও শূন্য অপেক্ষা অধিক, তাই আয় পথের সম্মুখযাত্রা বজায় থাকবে।

পরিত্রাণ: স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের সম্মুখ কার্যক্রম বজায় থাকায় মন্দা হতে পরিত্রাণের সূচনা হয়। প্রথমে DD তে আয় বা উৎপাদন পৌঁছানোর পর প্ররোচিত বিনিয়োগ এবং ভোগ ব্যয় বৃদ্ধির ফলে তা ঊর্ধ্বসীমায় বা পূর্ণনিয়োগে পৌঁছায়। এভাবে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ, প্ররোচিত বিনিয়োগ এবং ভোগ ব্যয়ের প্রভাবে উৎপাদন বা আয়ের আবর্তন চলতে থাকে।

সমালোচনা

১. হিকস্ বিশ্বাস করেন, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের পরিবর্তনের ফলে আয়ের পরিবর্তন নির্দিষ্ট হারে হয়, কিন্তু তা বাস্তবসম্মত নয়। সময়ের পরিবর্তনের ফলে সমাজে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতারও পরিবর্তন ঘটে। তাই স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ এবং আয়ের পরিবর্তনও স্বাভাবিক।

২. অনুমান করা হয় যে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপাদনের সঙ্গে প্ররোচিত বিনিয়োগের অনুপাত স্থির থাকে। কিন্তু Kaldor মনে করেন, আয়ের পরিবর্তন হলেই বিনিয়োগ সর্বদাই পরিবর্তন নাও হতে পারে।

৩. অধ্যাপক Kaldor বলেন, বাণিজ্যচক্রে তখনই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্ররোচিত বিনিয়োগ ও আয়ের অনুপাত ভালোভাবে ক্রিয়াশীল হবে যখন ভোগ্য শিল্পগুলোতে অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা থাকে না। কিন্তু বাস্তবে শিল্পগুলোতে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা থাকে।

৪. হিকস্ বিশ্বাস করেন, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ নির্দিষ্ট গতিতে পরিচালিত হয়। কিন্তু বাস্তবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ওঠা-নামা করতে পারে।

৫. বক্তব্যে উল্লিখিত স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ও প্ররোচিত বিনিয়োগের পার্থক্য অস্পষ্ট। স্বল্পকালে যা স্বয়ম্ভূত হিসেবে বিবেচিত, দীর্ঘকালে তা প্ররোচিত হতে পারে।

৬. বাণিজ্যচক্রে বর্ণিত ঊর্ধ্বসীমার ধারণাটি সঠিক নয়। কারণ পূর্ণনিয়োগজনিত উৎপাদন নির্ভর করে প্রাপ্ত সম্পদের উপর। সেক্ষেত্রে মূলধন মজুত বাড়লে ঊর্ধ্বসীমাও বাড়বে।

৭. বাণিজ্যচক্রে বর্ণিত মন্দার স্তর তার সম্প্রসারণ স্তর অপেক্ষা বড়, যা বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়নি।

৮. অধ্যাপক হিকস্‌ের ধারণা, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের বৃদ্ধির দ্বারা চরম মন্দা হতে উত্তরণের পথ তৈরি হয়। কিন্তু এরূপ মন্দায় স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হ্রাসও পেতে পারে।

তবে বাণিজ্যচক্র সাধারণত: যেকোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা বাজারের সাথে সম্পর্কিত চলকসমূহকে নিয়ে আবর্তিত হয়। আধুনিক অর্থনীতির অর্থনৈতিক গতি বিশ্লেষণ, ব্যয়-লাভ বিশ্লেষণে এর গুরুত্ব বা তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ :

উদাহরণের সাহায্যে বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন পর্যায়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাণিজ্যচক্র: যেকোনো দেশেই ব্যাংক ঋণ, কার্যকর চাহিদার পরিবর্তন, বিনিয়োগের অস্থিতিশীলতা এবং নতুন প্রবর্তনের ফলে উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থানে চক্রীয় উত্থান-পতন লক্ষ করা যায়। এটি সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই ঘটে, যা বাণিজ্যচক্র নামে অভিহিত।

বাণিজ্যচক্রে সমৃদ্ধির শীর্ষ, অধোগতি, মন্দা এবং পরিত্রাণের পর্যায়সমূহ জড়িত থাকে।

পাঠ ১.৪ সামগ্রিক চাহিদা
Aggregate Demand

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- সামগ্রিক চাহিদার ধারণা লাভ করবেন;
- সামগ্রিক চাহিদার উপাদান সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সামগ্রিক চাহিদা রেখার নিম্নগামিতার কারণ এবং রেখার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূলপাঠ

সামগ্রিক চাহিদা (Aggregate Demand)

সামগ্রিক চাহিদা অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। কোনো দেশের জনগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে আগ্রহী, তার সমষ্টিকে সামগ্রিক চাহিদা বলে। অন্যভাবে বললে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সকল জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য এবং সেবা ক্রয়ের জন্য যে ব্যয় নির্বাহ করবে, তার সমষ্টিই হলো সামগ্রিক চাহিদা।

সামগ্রিক চাহিদার উপাদান (Elements of Aggregate Demand)

সামগ্রিক চাহিদার উপাদান হলো: বেসরকারি ভোগ ব্যয় (C), বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয় (I), সরকারি ব্যয় (G) এবং নিট রপ্তানি (X–M); এখানে X হলো রপ্তানির পরিমাণ এবং M হলো আমদানির পরিমাণ।

সামগ্রিক চাহিদা বিভিন্ন খাতভিত্তিক হয়। যেমন:

১. দ্বি-খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে $AD = C + I$

২. ত্রি-খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে $AD = C + I + G$ (বদ্ধ অর্থনীতি)

৩. চার খাতবিশিষ্ট বা মুক্ত অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা $AD = C + I + G + (X - M)$

এক্ষেত্রে **(ক) বেসরকারি ভোগ ব্যয় (C):** দেশের সকল বেসরকারি ব্যক্তি বা পরিবারবর্গ ভোগের লক্ষ্যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে ব্যয় নির্বাহ করে তাকে বেসরকারি ভোগ ব্যয় বলে।

(খ) বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয় (I): কোনো দেশের সকল বেসরকারি জনগণ এবং উদ্যোক্তা দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে ব্যয় নির্বাহ করে থাকে তাকে বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয় বলে।

(গ) সরকারি ব্যয় (G): যে কোনো দেশের সরকার রাজস্ব এবং উন্নয়নমূলক খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো সরকার রাজস্ব এবং উন্নয়নমূলক খাতে যে ব্যয় নির্বাহ করে থাকে তাকে সরকারি ব্যয় বলে।

(ঘ) নিট রপ্তানি (X – M): পৃথিবীর কোনো দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যেকোনো দেশেরই উৎপাদিত পণ্য উদ্বৃত্ত থাকতে পারে; আবার অন্য দেশে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে রপ্তানি ও আমদানির ব্যবধানকে নিট রপ্তানি (X – M) বলে।

IS অপেক্ষক

IS Function

IS রেখার প্রত্যেক বিন্দুতে সঞ্চয়-বিনিয়োগের সমতা দ্বারা উৎপন্ন বাজারের ভারসাম্য প্রকাশ পায়। এখানে IS বলতে সুদের হার ও ভারসাম্য জাতীয় আয়ের বিভিন্ন সংমিশ্রণসূচক বিন্দুর সমন্বয়ে গঠিত একটি সঞ্চার পথকে বুঝায়, যেখানে আয় প্রবাহের মোট আগমন (বিনিয়োগ I, সরকারি ব্যয় G ও রপ্তানি X) ও নির্গমন (সঞ্চয় S, কর T ও আমদানি M) এর সমতার

দ্বারা প্রকৃত ক্ষেত্রের ভারসাম্য অর্জিত হয়। যেহেতু সুদের হার ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক বিপরীত, তাই এক্ষেত্রে প্রাপ্ত IS রেখাটি ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

LM অপেক্ষক

LM Function

যে রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে প্রকৃত অর্থের চাহিদা ও প্রকৃত অর্থের যোগানের সমতার মাধ্যমে অর্থবাজারের ভারসাম্যসহ সুদের হার ও জাতীয় আয়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়, তাকে LM রেখা বলে। এক্ষেত্রে সুদের হার ও জাতীয় আয়ের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় LM রেখাটি উর্ধ্বগামী হয়।

অর্থনীতিতে উৎপন্ন বাজারের ভারসাম্য ও অর্থবাজারের ভারসাম্য–এ দুয়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় সামগ্রীক ভারসাম্য।

সামগ্রিক চাহিদা (AD) রেখা ডান দিকে নিম্নগামী কেন?

Why does the Aggregate Demand Curve Slope Downward to the Right?

অর্থবাজার ও দ্রব্যবাজারের সমন্বয়ের মাধ্যমে যে ভারসাম্য প্রকৃতআয় বা উৎপাদন পাওয়া যায়, তার সাথে দামস্তরের সম্পর্ক যে রেখার দ্বারা দেখানো হয়, তাকেই সামগ্রিক চাহিদা রেখা বলে। অর্থাৎ সামগ্রিক চাহিদা রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে উৎপাদন ও দাম স্তরের বিভিন্ন সমন্বয় প্রকাশ পায়। AD রেখার নিম্নগামিতার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে দাম স্তর এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের মধ্যে বিপরীত সম্পর্কটি উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

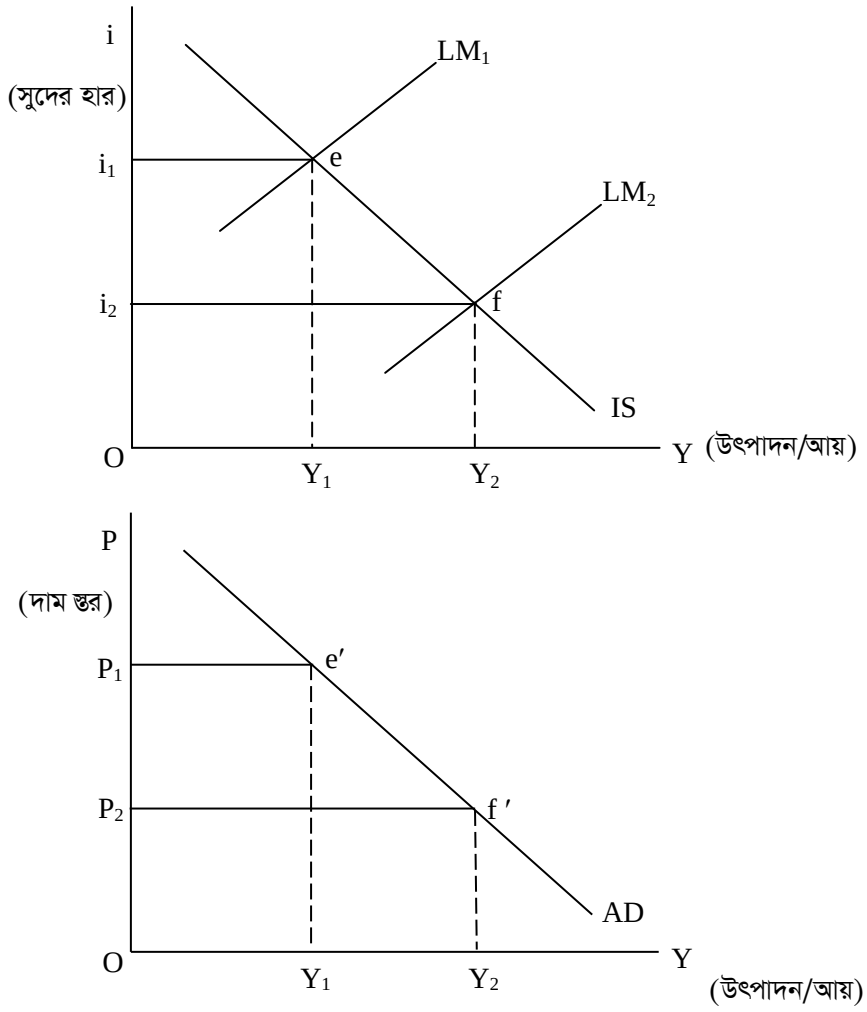

চিত্র ১.৬: সামগ্রিক চাহিদা রেখায়–দাম স্তর ও উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক

চিত্র ১.৬ এ নির্ধারিত Y_1 উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপন্ন বাজার (IS) এবং অর্থবাজার (LM) উভয়ই ভারসাম্য অবস্থায় থাকে। এখন দাম স্তর হ্রাস পেলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের দ্বারাই পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করা যায়। এক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যালেন্স বৃদ্ধি পেয়ে LM রেখা ডান দিকে LM_1 থেকে LM_2 হয়। তখন সুদের হার হ্রাস পায়, বিনিয়োগ চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যে কারণে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে Y_1 হতে Y_2 হয়। কাজেই যখন দাম স্তর বৃদ্ধি পায়, তখন জনগণের আর্থিক সক্ষমতা হ্রাস পায়, চাহিদার পরিমাণও হ্রাস পাবে। আবার দাম স্তর হ্রাস পেলে জনগণের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এ কারণে চাহিদা রেখা ডান দিকে নিম্নগামী হয়।

[LM_1 পাওয়া যায় প্রকৃত অর্থ মজুদ $\left(\frac{M}{P}\right)$ থেকে। অর্থের পরিমাণ (M) স্থির থেকে দাম স্তর (P) যদি কমে, তখন অর্থ যোগানের প্রকৃত মূল্য বাড়ে, ফলে প্রকৃত অর্থ তহবিলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যোগান দেখা দিয়ে LM_1 থেকে LM_2 তে স্থানান্তর হবে, সুদের হার i_1 হতে i_2 তে হ্রাস পাবে, জাতীয় আয় Y_1 হতে Y_2 তে বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ অর্থ যোগানের প্রকৃত মূল্য বাড়লে (LM_1 থেকে LM_2) সুদের হার কমে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।]

আবার লেনদেন তথা বিনিময় কাজে অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে সুদের হারও তখন বৃদ্ধি পায় এর ফলে ভোগ্যপণ্যের এবং মূলধন দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়। এ কারণেও সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডান দিকে নিম্নগামী হয়।

সামগ্রিক চাহিদা রেখার বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Aggregate Demand

১. সামগ্রিক চাহিদার মাধ্যমে দাম স্তরের পরিবর্তন দ্বারা প্রকৃত ব্যয়ের পরিবর্তন তথা সামগ্রিক ভারসাম্যের পরিবর্তন উপলব্ধি করা যায়। নির্দিষ্ট অর্থের পরিমাণ ও রাজস্ব নীতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ম্ভূত ব্যক্তিগত ব্যয় বজায় থাকলে দাম স্তরের পরিবর্তনের সাথে প্রকৃত ব্যয়ের কীরূপ পরিবর্তন হয়, তা AD রেখার মাধ্যমে দেখানো হয়।

এক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের দ্বারা প্রকৃত ব্যালেন্সের পরিবর্তন হয়, ফলে LM রেখার স্থান পরিবর্তন ঘটে এবং IS এর সঙ্গে নতুনভাবে ভারসাম্যে উপনীত হয়। এরূপ ভারসাম্যের ক্ষেত্রে অর্থবাজারের ভারসাম্য ও উৎপন্ন বাজারের ভারসাম্য স্থান পায়। এ কারণে AD রেখার এক বিন্দু হতে অন্য বিন্দুতে দামের পরিবর্তনের সাথে প্রকৃত ব্যয়ের পরিবর্তন এবং সামগ্রিক ভারসাম্যেরও পরিবর্তন দেখানো হয়।

২. AD রেখার স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা দাম স্তরের পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন উপলব্ধি করা যায়। যদি দাম স্তরের পরিবর্তন (বা প্রকৃত ব্যালেন্সের পরিবর্তন) দ্বারা ভারসাম্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে অধিক পরিবর্তন দেখা দেয়, তখন AD রেখা অধিক স্থিতিস্থাপক হবে (চিত্রে AD_1)। কিন্তু দাম স্তরের পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারসাম্য উৎপাদন ও ব্যয়ের উপর প্রভাব সামান্য হলে AD রেখা তুলনামূলকভাবে খাড়া (AD_2) হবে।

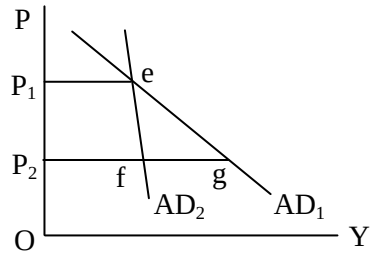

চিত্র ১.৭: সামগ্রিক চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা

৩. সামগ্রিক চাহিদা রেখার আকৃতি থেকে সুদের হার ও অর্থের চাহিদার সম্পর্ক জানা যায়। এক্ষেত্রে দুটি ধারা রয়েছে। ক্লাসিক্যাল ধারণা অনুযায়ী সুদের হার পরিবর্তিত হলেও অর্থের চাহিদার কোনো পরিবর্তন হয় না। এক্ষেত্রে LM রেখা উল্লম্ব হয়। তখন দাম স্তরের পরিবর্তন হলে আয় ও ব্যয়ের উপর তার প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। AD রেখা অধিক স্থিতিস্থাপক হলে (অধিক হারে ফ্ল্যাট), তখন সুদের হারের সঙ্গে অর্থের চাহিদার সাড়া দেয়ার মাত্রা খুবই কম। অন্যদিকে কেইন্সের বক্তব্য অনুসারে অর্থনীতিতে তারল্য ফাঁদ থাকলে, নিম্নতম সুদের হার প্রকৃত ব্যালেন্সের যে কোনো

পরিমাণ হাতে রাখতে চায়, তখন দাম স্তর কমলেও আয়-ব্যয়ের উপর প্রভাব সামান্যই পড়ে; অর্থাৎ AD রেখা উল্লম্ব ধরনের হয়। আবার AD রেখা অধিকতর খাড়া হলে বুঝতে হবে দাম স্তরের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিকল্পিত ব্যয়ের পরিমাণ সাড়া দেয় না।

শিক্ষার্থীর কাজ:

সামগ্রিক চাহিদা রেখা অঙ্কন, নিম্নগামিতার কারণ এবং রেখার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

সারসংক্ষেপ

সামগ্রিক চাহিদা (AD): কোনো দেশের জনগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে তাদের প্রয়োজনীয় যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে আগ্রহী, যার সমষ্টিকে সামগ্রিক চাহিদা বলে।
সামগ্রিক চাহিদার উপাদান হলো–বেসরকারি ভোগ (C) ও বিনিয়োগ ব্যয় (I); সরকারি রাজস্ব (অনুন্নয়ন) ও উন্নয়ন ব্যয় (G) এবং নিট রপ্তানি (X–M)। এখানে X হলো মোট রপ্তানির পরিমাণ এবং M হলো মোট আমদানির পরিমাণ।

পাঠ ১.৫ সামগ্রিক যোগান
Aggregate Supply

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- সামগ্রিক যোগানের ধারণা লাভ করবেন;
- সামগ্রিক যোগান রেখাসম্পর্কিত বিষয়সমূহ জানতে পারবেন;
- ভারসাম্য দাম স্তর ও আয় স্তর নির্ধারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূলপাঠ
সামগ্রিক যোগান (AS)

সামষ্টিক অর্থনীতিতে যোগানের পরিবর্তে সামগ্রিক যোগান ধারণাটি ব্যবহৃত হয়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশে বিদ্যমান সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে দক্ষতার সাথে কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়, তাকে সামগ্রিক যোগান বলে। দামস্তরের সাথে সামগ্রিক যোগানের ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ দাম স্তর বাড়লে সামগ্রিক যোগান বাড়ে এবং দাম স্তর কমলে সামগ্রিক যোগান কমে। তাই সামগ্রিক যোগান রেখাটি বাম দিক থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী।

সুতরাং বলা যায়, একটি দেশের উৎপাদনের পরিমাণ বা আয় ও দাম স্তরের মধ্যে যে সম্পর্ক রেখার মাধ্যমে দেখানো হয়, তাকে সামগ্রিক যোগান (AS) রেখা বলে।

সামগ্রিক যোগান রেখা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা

Different Ideas about the Aggregate Supply Curve

(ক) সামগ্রিক যোগান রেখা সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল বক্তব্য (Aggregate Supply Curve-Classical View)

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পূর্ণ নিয়োগ বিদ্যমান থাকে। সে কারণে সামগ্রিক যোগান রেখা উল্লম্ব বা দাম অক্ষের সমান্তরাল হয়ে থাকে।

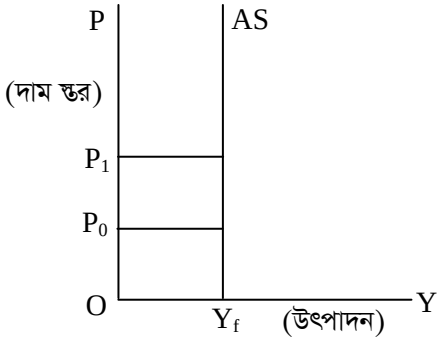

চিত্র ১.৮: সামগ্রিক যোগান রেখা

চিত্রে Y_f হলো পূর্ণ নিয়োগের উৎপাদন। এখানে AS রেখার দ্বারা প্রকাশ পায়, দামস্তর যা-ই হোক না কেন, দেশে ক্রিয়াশীল ফার্মসমূহ কর্তৃক যোগানকৃত দ্রব্যের পরিমাণ স্থির থাকে। এ বক্তব্য হতে বোঝা যায়, শ্রমের বাজারে সর্বদাই পূর্ণ নিয়োগ থাকে। তাই উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বাড়লেও উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। দাম OP_0 থেকে OP_1 হলেও উৎপাদনের পরিমাণ OY_f এ স্থির থাকে। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিতে আরও ধরে নেয়া হয় যে, পূর্ণনিয়োগ সম্পন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত প্রকৃত মজুরি সর্বদাই বজায় থাকে। তাই উৎপাদন যেহেতু পরিবর্তন হয় না, তাই ক্লাসিক্যাল সামগ্রিক যোগান রেখা (AS) উল্লম্ব বা দাম অক্ষের সমান্তরাল হয়।

(খ) সামগ্রিক যোগান রেখা সম্পর্কে কেইন্সীয় বক্তব্য (Aggregate Supply Curve–Keynesian View)

কেইন্সের তত্ত্ব অনুসারে সামগ্রিক যোগান রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল। এর অর্থ হলো, চলতি দামে যে পরিমাণ দ্রব্যের চাহিদা থাকে, সেই পরিমাণ দ্রব্যই ফার্ম যোগান দিতে প্রস্তুত থাকে। কেইন্সের মতে, দেশে অপূর্ণ নিয়োগ থাকায়, ফার্ম ইচ্ছামতো শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে। তবে শ্রমিকেরা মজুরি হ্রাসের প্রস্তাবে কখনও সম্মত হয় না, দীর্ঘকালেও দাম ও মজুরি হ্রাসের কোনো প্রবণতা থাকে না। এ অবস্থায় সামগ্রিক চাহিদা কম থাকলে অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেবে। কেইন্সের মতে, মন্দার হাত হতে পরিত্রাণের জন্য সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। এভাবে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ানো সম্ভব হলে এবং অর্থনীতিতে যথেষ্ট বেকারত্ব থাকলে, সেই বেকার ব্যক্তি দ্বারা একই দামে ফার্মের পক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব। তাই এ যোগান রেখাকে পূর্ণ স্থিতিস্থাপক সামগ্রিক যোগান রেখা (AS) বলে। এ রেখাকে কেইন্সীয় যোগান রেখাও বলে।

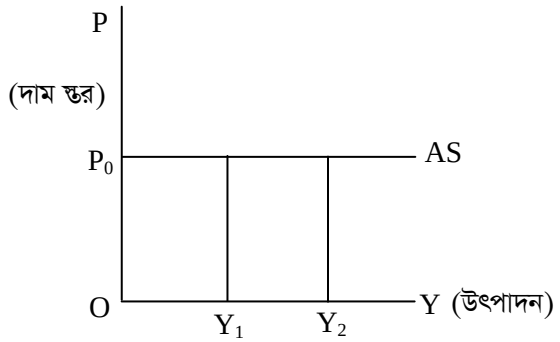

চিত্র ১.৯: কেইন্সীয় যোগান রেখা

যোগান OY_1 হতে OY_2 তে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হলে ফার্মের পক্ষে OP_0 দামেই OY_2 পরিমাণ উৎপাদন করা বা উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

সামগ্রিক যোগান রেখার মধ্যবর্তী পর্যায়ের ব্যাখ্যা : কেইন্সের বক্তব্য অনুসারে যখন অর্থনীতিতে মন্দা বা বেকারত্ব থাকে, তখন সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। যদি সামগ্রিক চাহিদা বাড়ানো যায়, তখন ফার্ম অতিরিক্ত বেকার শ্রমিককে নিয়োগ দিয়ে OP_0 দামেই P_0G পরিমাণ সামগ্রিক যোগান দেয়া সম্ভব। G তে পূর্ণ নিয়োগ অর্জিত হলে অতিরিক্ত কোনো উৎপাদন সামর্থ্য তখন থাকে না। সে অবস্থায় সামগ্রিক চাহিদা বাড়লে দামই কেবল বৃদ্ধি পাবে; অর্থাৎ দেশে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এমতাবস্থায় উৎপাদন G থেকে F এর দিকেই অগ্রসর হয় বা উৎপাদন Y_f এ স্থির থাকে, কিন্তু দাম স্তর বৃদ্ধি পায়।

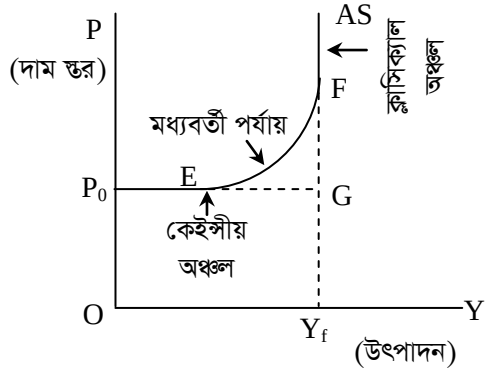

চিত্র ১.১০ : সামগ্রিক যোগান রেখার বিভিন্ন অঞ্চল

একটি দেশের অর্থনীতি যখন প্রসারিত হতে থাকে, তখন একই সময়ে এবং একই সাথে সকল শিল্পকারখানা সমভাবে উৎপাদন সামর্থ্যে পৌঁছায় না; কেউ আগে, কেউ পরে পূর্ণ সামর্থ্য অর্জন করে। ফলে সামগ্রিক দাম সূচক মন্থর গতিতে

বাড়ে। তখন ধীরে ধীরে চাহিদা বাড়ে, উৎপাদন বাড়ে এবং দামও কিছুটা বাড়ে। এ অবস্থাটিকে মধ্যবর্তী পর্যায় (intermediate stage) হিসেবে দেখানো হয় (চিত্রে EF)। তখন মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতি কোনোটাই প্রকট হয় না।

কেইন্স এই মধ্যবর্তী অঞ্চল সম্পর্কে পৃথক কোনো ধারণা প্রদান করেননি। তাঁর চিন্তানুযায়ী অর্থনীতিতে যেহেতু বেকারত্ব এবং মন্দাই থাকে, তাই তিনি রাজস্ব নীতির প্রসারতার দ্বারাই সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। সে কারণে সামগ্রিক যোগান (AS) রেখার মধ্যবর্তী EF অঞ্চলটিকে 'প্রসারিত কেইন্সীয় পর্যায়' (extended Keynesian stage) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের সমতা: ভারসাম্য দাম স্তর ও আয় নির্ধারণ

Equality of Aggregate Demand and Aggregate Supply: Determination of the level of equilibrium Price and Output

সামষ্টিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মডেল হলো সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান মডেল। এ মডেলের মাধ্যমে অর্থনীতিতে ভারসাম্য দাম ও উৎপাদন নির্ধারিত হয়।

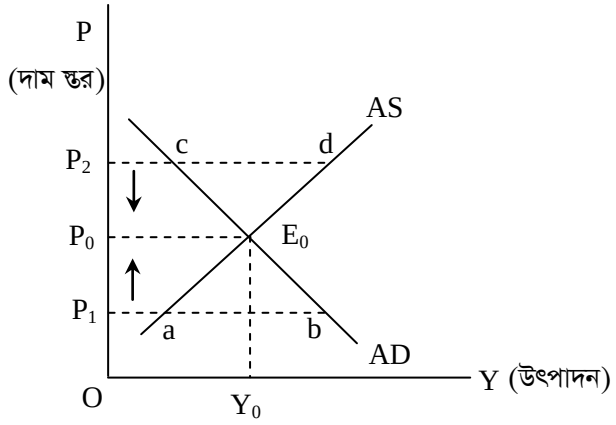

চিত্র ১.১২: ভারসাম্য উৎপাদন ও দামস্তর নির্ধারণ

চিত্রে E_0 বিন্দুতে সামগ্রিক চাহিদা (AD) ও সামগ্রিক যোগান (AS) পরস্পরকে ছেদ করে। তাই ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় যথাক্রমে OP_0 এবং OY_0।

ভারসাম্য অর্জনের পূর্বে AD > AS হয় অর্থাৎ সামগ্রিক চাহিদা সামগ্রিক যোগান অপেক্ষা অধিক বিধায় দাম বৃদ্ধি পাবে। যেমন, OP_1 দামে সামগ্রিক যোগান (P_1 a) অপেক্ষা সামগ্রিক চাহিদা (P_1 b) অধিক, তাই দাম বৃদ্ধি পাবে। আবার OP_2 দামে সামগ্রিক চাহিদা (P_2 c) অপেক্ষা সামগ্রিক যোগান (P_2 d) অধিক অর্থাৎ AS > AD। তাই এক্ষেত্রে দাম হ্রাস পাবে। ফলে ভারসাম্য অর্জিত হয় E_0 বিন্দুতে। এছাড়াও, সামগ্রিক চাহিদা (AD) এবং সামগ্রিক যোগান (AS) যে কোনোটির পরিবর্তনেও ভারসাম্যবস্থা পরিবর্তিত হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ:

সামগ্রিক যোগান রেখার বিভিন্ন ধারণা উপস্থাপনপূর্বক সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের সমতাসাপেক্ষে ভারসাম্য দাম স্তর ও আয় নির্ধারণ করুন।

সারসংক্ষেপ

সামগ্রিক যোগান: কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশে বিদ্যমান সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে দক্ষতার সাথে কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়, তাকে সামগ্রিক যোগান বলে।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে?
২. সামষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে?
৩. আর্থিক নীতি কাকে বলে?
৪. রাজস্ব নীতি কী?
৫. অর্থনৈতিক মডেলের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো।
৬. সামগ্রিক চাহিদার উপাদানগুলো কী?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির পার্থক্য আলোচনা করো।
২. দ্বি-খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।
৩. অর্থনীতিতে বাণিজ্যচক্র ধারণাটি সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা করো।
৪. সামগ্রিক চাহিদা রেখার বৈশিষ্ট্য এবং নিম্নগামিতার কারণ আলোচনা করো।
৫. সামগ্রিক যোগান রেখার বিভিন্ন ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করো।
৬. সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের সমতাসাপেক্ষে ভারসাম্য দাম স্তর ও আয় নির্ধারণ ব্যাখ্যা করো।